দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা

সরকার কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কৃষি প্রধান দেশে এটা নিঃসন্দেহে একটি গণমুখী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। এদেশের প্রতিটি লোকেরই রয়েছে কৃষির সাথে নাড়ির সম্পর্ক। দীর্ঘকাল থেকে কৃষি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবিকার একমাত্র উপায় হয়ে আছে এবং আগামী বহু যুগ তা অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই নতুন প্রজন্ম কৃষি শিক্ষায় জ্ঞানার্জন করে কৃষি ক্ষেত্রে নব নব অবদান রাখবে—এটাই জাতির প্রত্যাশা।

বাধ্যতমূলক কৃষি এক বিশাল কর্মসূচী। প্রায় ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর প্রায় ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন প্রচুর যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক সামগ্রীর। তবে শিক্ষকের কথাটি প্রথমেই আসে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে বিকল্প শিক্ষক হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাহায্য নেয়ার কথা বলেছেন। একটি থানায় ১ জন কৃষি কর্মকর্তা ও ২ জন বিষয়বস্তু কর্মকর্তাসহ মোট ৩ জন কৃষি গ্রাজুয়েট নিয়োগের নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ থানাতেই ১ অথবা ২ জন করে আছেন। প্রতি থানাতে গড়ে ২ জন ধরলেও থানা পর্যায়ে কৃষি স্নাতকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২০ জন। এদিকে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। এত অল্পসংখ্যক কর্মকর্তার পক্ষে এতগুলো স্কুলে কৃষি শিক্ষা পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব? তাই কৃষি শিক্ষার মতো ব্যাপক কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রাথমিকভাবে থানায় নিয়োজিত কৃষি কর্মকর্তাগণ যতগুলো সম্ভব বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার কাজে সহযোগিতাকরবেন।

(২) দেশের প্রায় ২ হাজার বেকার কৃষি স্নাতককে কৃষি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(৩) উল্লিখিত কৃষি স্নাতকদের দিয়ে যতগুলো বিদ্যালয়ে সম্ভব প্রথম পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা চালু করা যেতে পারে (যেমন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমান্বয়ে চালু করা হচ্ছে) এবং কৃষি স্নাতক প্রাপ্তিসাপেক্ষে অন্যান্য স্কুলে কৃষি শিক্ষা চালু করা যাবে।

(৪) বাড়তি কৃষি শিক্ষকের চাহিদা মিটানোর জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত (Condensed) ডিগ্রী কোর্স চালু করা যেতে পারে।

(৫) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের জন্য যথোপযোগী কৃষি পাঠ্যসূচী তৈরী করতে হবে।

(৬) কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি, চাহিদা নিরূপণ, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

বর্তমান সময়ে 'কৃষি বিজ্ঞান' একটি জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান। তাই কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহারসহ পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে হবে। আশা করা যায় মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা কৃষিতে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় বৃহত্তর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই সরকার বিঘোষিত বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী যাতে কোন দিক থেকে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
রেজি নং ০১-৭৭-১৮২৬
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ।